নুন-চিনি জলে জীবন দান

মুক্তিযুদ্ধের সময় বনগাঁ সীমান্তে কলেরা আর ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। ওআরএস-এর সফল প্রচার ও প্রসারের কান্ডারি দিলীপ মহলানবিশ। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

১৬ জুন, ২০১৯, ০১:৫৩:০০
শেষ আপডেট: ১৫ জুন, ২০১৯, ২৩:২০:৩২

19

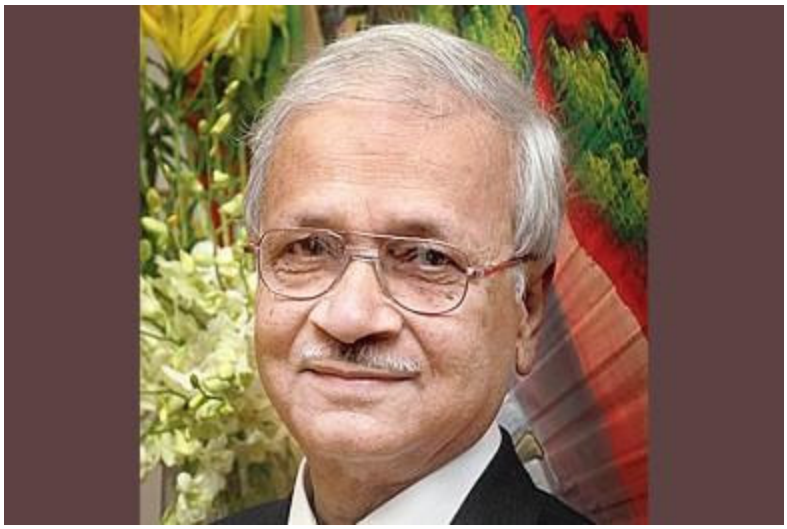

দিলীপ মহলানবিশ

ও পারে মুক্তিযুদ্ধ, এ পারে উদ্বাস্তু স্রোত। ১৯৭১। শিকড়-ছেঁড়া লাখ লাখ মানুষ অস্থায়ী শিবিরে আক্রান্ত হতে লাগল কলেরায়। ক্রমশ মহামারি। বনগাঁ সীমান্ত জুড়ে পথেঘাটে মানুষের লাশ। শিবিরগুলোতে বমি-দাস্তের স্রোত। ভয়ঙ্কর সেই মৃত্যুমিছিলে ত্রাতা হয়ে এলেন বছর সাঁইত্রিশের এক বাঙালি চিকিৎসক, দিলীপ মহলানবিশ। আক্রান্তদের মধ্যে প্রয়োগ করলেন ওআরএস। সাড়া পেলেন ম্যাজিকের মতো। দ্রুত নামিয়ে আনা গেল মৃত্যুর হার। পাশাপাশি সংক্রমণ রুখতে চলল ওষুধ। ’৭১-এর ২৪ জুন থেকে ৩০ অগস্ট, বনগাঁ সীমান্তের শিবিরগুলোয় কলেরার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে আবিশ্ব পৌঁছে দিলেন ওআরএস প্রয়োগের ইতিহাসকে।

কলেরা বা ডায়রিয়ার চিকিৎসায় রিহাইড্রেশনের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সব রোগে রক্ত থেকে নুন ও জল বেরিয়ে গিয়ে দ্রুত রক্তচাপ নামিয়ে দেয়। রিহাইড্রেশনের প্রয়োগ ছিল মূলত ইন্ট্রাভেনাস, সুচ ফুটিয়ে স্যালাইন দেওয়া। পানীয়ের মাধ্যমে তা চালু করার বিষয়ে গবেষণা শুরু হয় গত শতকের চল্লিশের দশকে। ১৯৬৪ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীর চিকিৎসক ক্যাপ্টেন বব ফিলিপস দু’জন কলেরা রোগীর ওপর ওআরএস প্রয়োগ করেন। কিন্তু এত মানুষের মধ্যে এর সফল প্রয়োগ ও প্রসার ঘটল এ বঙ্গের বনগাঁর মতো প্রান্ত থেকে।

৮৫ বছর বয়সেও সেই স্মৃতি অমলিন দিলীপবাবুর। ‘‘ক্যাম্প ভর্তি রোগী। মাটিতে শুধু মল আর ফ্লুয়িড। জুতো পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে ইন্ট্রাভেনাস পুশ করে যাচ্ছি। পাল্লা দিয়ে রুগি বাড়ছিল। একটা সময়ে জোগান তলানিতে এসে ঠেকল। তখন আমাদের সেকেন্ড পলিসি নিতেই হল। যদি বাঁচানো যায় এক জনকেও! পানীয় হিসেবে প্রয়োগ করতে শুরু করলাম সলিউশন। সরকারি মেডিকেল টিমের অনেকে বাধা দিচ্ছিলেন। আপত্তির কারণ, তখনও স্বীকৃতির ছাপ পড়েনি ওআরএস-এর ওপর। ঝুঁকিটা নিয়েছিলাম।’’

এক লিটার জলে ২২ গ্রাম গ্লুকোজ় বা চিনি, ৩.৫ গ্রাম নুন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড আর ২.৫ গ্রাম সোডিয়াম বাইকার্বোনেট বা বেকিং সোডা। মিশ্রণ তৈরি করে খাওয়ানো শুরু হল। সাড়া পেলেন অচিরেই। মুমূর্ষু রোগীরা চোখ মেললেন। কিন্তু আরও ওআরএস চাই। দিলীপবাবু নিজে গাড়ি চালিয়ে চলে এলেন বড়বাজার। কেনা হল বস্তা বস্তা নুন, চিনি, সোডা। গাড়ি ছুটল বনগাঁ। ১৬ লিটারের ড্রামে তৈরি হল সলিউশন। টানা আট সপ্তাহ। মড়ককে পরাস্ত করে এল জয়। আর আই ভি-র (ইন্ট্রাভেনাস) পরিবর্ত হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি পেল ওআরএস।

১৯৫৮ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ডাক্তারি পাশ করে সেখানেই শিশু বিভাগে ইনটার্নশিপ শুরু করেন দিলীপবাবু। ১৯৬০-এ লন্ডনে চালু হল ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস, প্রচুর ডাক্তারের চাহিদা তখন সেখানে। আবেদন করলেন, সুযোগও এল। লন্ডনে ডিসিএইচ করলেন, এডিনবরা থেকে এমআরসিপি। কুইন এলিজাবেথ হসপিটাল ফর চিল্ড্রেন-এ রেজিস্ট্রার পদে যখন যোগ দিলেন এই বাঙালি ডাক্তার, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৮। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়। পরে আমেরিকায় জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির মেডিকেল কেয়ার ফেলো পদে যোগ দিলেন। তখন এই প্রতিষ্ঠানের একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল বেলেঘাটার আই ডি হাসপাতালে। কলেরা আক্রান্তদের চিকিৎসা হত এখানে। ১৯৬৪-তে দেশে ফিরে যোগ দিলেন সেখানে। এখানেই শুরু করেন ওআরএস ও স্পেশাল মেটাবলিক স্টাডি নিয়ে কাজ। হাতে-কলমে সাফল্য পাচ্ছিলেন, কিন্তু গবেষণাপত্র বার করা হয়ে ওঠেনি। তার পরেই '৭১-এর ওই ঘটনা। জনা আটেক পরিচিত সাহসী ছেলে নিয়ে ছুটলেন বনগাঁ সীমান্তে। সঙ্গীরা সাধারণ মানুষ।

দু'মাস অক্লান্ত কাজে সাফল্য এল। বিশদ তথ্য দিয়ে পেপার লিখলেন এ বার। ১৯৭৩-এ জন হপকিনস মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হল তা। বিখ্যাত 'ল্যান্সেট' পত্রিকা স্বীকৃতি দিল সেই প্রকাশনাকে। খবর ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফ সসম্মানে ডেকে নিল তাঁকে। ১৯৮০-র মধ্যপর্ব থেকে ১৯৯০-এর প্রথম পর্ব পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডায়রিয়া ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম-এর মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হলেন তিনি। ১৯৯০-এ বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়ারিয়াল ডিজিজ রিসার্চ-এর ক্লিনিক্যাল সায়েন্সের ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৯৪-এ রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর সদস্য নির্বাচিত হন। যুক্ত ছিলেন পার্ক সার্কাসে ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ-এও। পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মান।

১৯৯১ সালে সল্টলেকের বাড়িতে তৈরি করেন 'সোসাইটি ফর অ্যাপ্লায়েড স্টাডিজ'। বায়োমেডিক্যাল ও হেলথ রিসার্চ ক্ষেত্রে অগ্রণী এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তবু দিলীপবাবুর আফসোস, "ডাক্তারি পাশ করা ছেলেমেয়েদের হাতেকলমে গবেষণা, ফিল্ডওয়ার্ক শেখানোর জন্য এই উদ্যোগ। অথচ সরকারি সহযোগিতা আর ছাত্রছাত্রী, দুয়েরই অভাবে ধুঁকছে আমার সোসাইটি।"

জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলার কিশোরগঞ্জে। দেশভাগের সময় এ বঙ্গে চলে আসেন— প্রথমে বরাহনগর, পরে শ্রীরামপুর। এখনও সক্রিয় চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায়।

এবার শুধু খবর পড়া নয়, খবর দেখাও। **সাবস্ক্রাইব করুন**আমাদের**YouTube Channel** - এ।

Enter your email ID here

সাবস্ক্রাইব

এই ধরণের খবর আপনার ইনবক্সে পেতে সাবস্ক্রাইব করুন দৈনিক নিউজলেটার

TAGS : Dilip Mahalanabish Saline Water

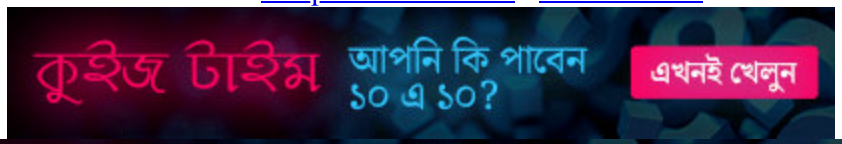

An article by Dipankar Bhattacharya published in Anandabazar Patrika on 16 June 2019.
English translation follows...

Sugar-Salt Solution: The Life Saver!

During the Bangladesh Liberation War, lives of thousands of refugees infected by cholera and diarrhoea were saved in the Bongaon border area. The torchbearer of successful outreach and augmentation of awareness about the ORS scheme was Dilip Mahalanabis - writes **Dipankar Bhattacharya**, for Rabibasario – Anandabazar Patrika, 16 June 2019.

While the liberation war was being fought in East Pakistan, the other side in West Bengal was flooded by refugee inflow. The year was 1971. Uprooted people in lakhs were contracting cholera in makeshift camps which gradually took the form of epidemic. The Bongaon border area had its roads and lanes covered in dead bodies. The camps had streams of vomit and faeces running. In this procession of the dead, Dilip Mahalanabis - a 37 year old Bengali doctor stepped in as a saviour. He administered ORS among those suffering. The ORS brought magical result – there was a rapid fall in the death rate. Medicines were prescribed alongside to arrest infection. Waging a war with cholera in the camps of Bongaon border area from 24 June to 30 August 1971, he gave to the world the history of the usage of ORS.

The role of rehydration is very important in the treatment of cholera and diarrhoea; in cases of such ailments, blood pressure drops fast due to loss of salt and water from blood. Rehydration of body was mainly intravenous, where saline was injected through needle. Research on the introduction of oral rehydration solution through drinks began in the decade of 1940s. In 1964 US army doctor - Captain Philips had prescribed ORS to two cholera patients. But success of the formula among such a huge number of patients and the extension of its use on a large scale took flight from the border region of Bengal's Bongaon.

Even at the age of 85 this feat remains untainted in Dr. Dilip's memory. "The camps are brimming with patients. Shoes are sinking deep into the excreta and fluid on the floor. And I am pushing intravenous amidst all of it. The patients were increasing in number. At one point supplies hit bottom. That was when we had to adopt the second policy – if even one person could be saved! I began the application of the solution as a drink. Many among the government medical team tried to stop me. The reason for their objection was that, ORS had not until then received recognition from the World Health Organisation. I had taken a risk."

In one litre of water 22 grams of glucose or sugar, 3.5 grams salt or sodium chloride and 2.5 grams of sodium bicarbonate or baking soda were mixed and ingestion began. In a brief while results became evident. Patients on their deathbed opened their eyes. But more ORS was required. Dr. Dilip drove himself to Burra Bazar. Bags full of salt, sugar and soda were purchased. And his car sped back to Bongaon. The solution was prepared in a 16 litre barrel drum. After a stretch of 8 weeks there was triumph over the epidemic. And ORS won global recognition as an alternative to IV (intravenous).

In 1958 after completing his medical degree from the Calcutta Medical College Hospital, Dr. Dilip Mahalanabis started practicing as an intern at the institute's department of paediatrics. In 1960, when the National Health Service was introduced in London, there was high demand of doctors. Dr. Dilip applied and an opportunity came his way. He did DCH from London and completed MRCP from Edinburgh. He joined Queen Elizabeth Hospital for Children as the registrar when he was only 28 years old. He was the first Indian to have served the post. Later he joined John Hopkins University in USA as a medical care fellow. At that time Beleghata I. D. Hospital in Kolkata served as an

international centre of John Hopkins University where patients suffering from cholera used to be treated. In 1964 he returned back to his country and joined the hospital. Back in Kolkata, he started working on ORS and special metabolic study. He was getting first-hand results but the research papers had not been published so far. Right after that the incident of ’71 followed. Dr. Dilip Mahalanabis rushed to the Bongaon border area with around eight acquainted, courageous boys; his companions were common people.

Two months’ tireless efforts bore success. He then wrote a paper with detailed information. It was published in the John Hopkins medical journal in 1973. The publication won recognition from the famous the Lancet journal; the news spread world-wide. The World Health Organisation (WHO) and UNICEF invited him. He was appointed medical officer for World Health Organisation’s Diarrhoea Disease Control Programme and served from mid 1980s to the first half of the decade of 1990. He was heading Clinical Sciences at Bangladesh’s International Centre for Diarrhoeal Disease Research. He was selected as member of Royal Swedish Academy of Science in the year 1994. He was also associated with the Institute of Child Health in Park Circus, Kolkata. He has received a number of awards and laurels.

In the year 1991, he formed the ‘Society for Applied Studies’ at his Salt Lake residence in Kolkata. This training centre was a pioneer in the field of Biomedical and Health Research. Yet Dr. Dilip regrets, “This endeavour aimed at providing firsthand experience in research and training in fieldwork to students with degrees in medical science. But today my society is losing its significance both due to the dearth of government support and lack of students”.

Born in undivided Bengal’s Kishoreganj, he had come to West Bengal during partition – first to Baranagar and then Serampore. He is still actively involved in research in medicine.